সাতদিন

২৬ আগস্ট : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সম্পর্কিত তদন্ত রিপোর্ট চূড়ান্ত। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ভিসি, প্রক্টর, প্রভোস্ট ও পুলিশকে এ ঘটনার জন্য দায়ী করেছে।

জেল হত্যা মামলার আসামি হিসেবে সংসদ সদস্য কেএম ওবায়দুর রহমান ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং এই মামলার সাক্ষী হিসেবে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম ও মরহুম তাজউদ্দিনের কন্যা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় আরো ৯২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এবং বারডেমে ১ ব্যক্তি নিহত।

রামপালে ছবি রানী নির্যাতন মামলায় পলাতক ১০, বিএনপি নেতা-কর্মীর মাল ক্রোক করেছে পুলিশ।

২৭ আগস্ট : সরকার গঠিত 'জাতীয় স্বার্থে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নির্ধারণ কমিটি এবং দেশের অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ নির্ণয় এবং আবিষ্কৃত গ্যাস মজুদের পরিমাণ হালনাগাদকরণ জাতীয় কারিগরি কমিটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। ব্যবহার কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমান মজুদ থেকে কোনোভাবেই গ্যাস রপ্তানি সম্ভব নয়। তবে নতুন করে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে সীমিত পরিমাণ গ্যাস রপ্তানি করা যেতে পারে।

২৮ আগস্ট: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির ক্যাডারদের হামলায় ৩০ ছাত্রীসহ প্রায় অর্ধশতাধিক আহত, হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করেছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট অনুযায়ী এবারও বাংলাদেশ দুর্নীতিতে শীর্ষে অবস্থান করছে।

২৯ আগস্ট : একুশে টিভির লাইসেন্স অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণার রায় বহাল রাখার পর রাত পৌনে ১১টায় ইটিভির সব ধরনের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গাজীপুরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বিআইটি'র দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রতিবছর ১০ সেরা ছাত্রের 'ইন্টার্নশিপ', 'ছুটিতে খণ্ডকালীন চাকরি' ও 'প্রধানমন্ত্রীর স্কলারশিপ' চালু করার বিষয়ে ছাত্রদের আশ্বাস দেন।

৩০ আগস্ট : সাতক্ষীরায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার গাড়িবহরে বিএনপি, ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড়, বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালিত হয়েছে।

৩১ আগস্ট : সাতক্ষীরায় হরতালের পক্ষে-বিপক্ষে মিছিল এবং কলারোয়া ও তালায় সংঘর্ষে ১৩ জন আহত হয়েছে।

রাবিতে ছাত্রদের ওপর শিবিরে হামলার প্রতিবাদে প্রক্টরের অপসারণ চেয়ে ভিসির কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে প্রগতিশীল ছাত্র জোট।

১ সেপ্টেম্বর : বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলার প্রতিবাদে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত। বরগুনায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি ও যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত।

স্বপ্নের বেঁচে থাকা!

লিখেছেন জয়ন্ত আচার্য

অগ্রণী গার্লস স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী চৈতি। প্রিয় চ্যানেল একুশের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে চৈতি কাঁদছে। সে একুশে দেখতে চায়। হিন্দি বা ইংরেজিতে নয়, সে দেখতে চায় বাংলায় প্রচারিত সুন্দর অনুষ্ঠান। সে দেখতে চায় ক্লাসিক কার্টুন, মুক্ত খবর। অবুঝ চৈতি আইন বোঝে না, আদালত বোঝে না। একুশে টেলিভিশনের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চৈতির মতো দেশ ও বিদেশে একুশের কোটি দর্শক ব্যথিত, মর্মাহত, ক্ষুব্ধ। পুনর্বিবেচনার তিনটি আবেদন সুপ্রিম কোর্টে ২৯ আগস্ট খারিজ হয়ে যাবার পর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দেশের বেসরকারি মালিকাধীন সবচেয়ে জনপ্রিয় টিভি একুশে টেলিভিশন।

পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল একুশে টেলিভিশন। বিদেশী স্যাটেলাইটের প্রচণ্ড দাপটের মধ্যেও ইটিভি এগিয়ে গেছে পেশাদারিত্ব ও দেশীয় সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও

ইটিভি ইলেকট্রনিক মুক্ত সাংবাদিকতার নতুন ধারা সূচনা করেছিল। একুশ দলমত নির্বিশেষে পেয়েছে গ্রহণযোগ্যতা। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশে বেসরকারি টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। টেন্ডারে ১৭টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। তখন দরপত্রের শর্ত পূরণ করে মাইনার্ড (বাংলাদেশ) লিমিটেড। পরে ১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুটি ক্যাটাগরির ৬টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি হয়। অন্য দশটি প্রতিষ্ঠান অযোগ্য ঘোষিত হয়। অযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তালিকায় ইটিভি ছিল। পরবর্তী এই মূল্যায়ন রিপোর্ট বাতিল করা হয়। নতুন মূল্যায়ন ইটিভিকে এক নম্বরে নিয়ে আসে। ইটিভি পেয়ে যায় টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচারের সুযোগ। আদালত এই প্রক্রিয়াকে ধোঁয়াটে, গোঁজামিল, অস্বচ্ছ বলে অভিহিত করেছে। ইটিভি হেরে যায় হাইকোর্টে। সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে। অ্যাপিলেট ডিভিশনের রায়ের পরও রিট পিটিশন করে টিকে থাকে ইটিভি। সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ ডিভিশন বেঞ্চ ২৯ আগস্ট দুপুরে ইটিভির তিনটি রিট পিটিশন খারিজ করে দেয়। এ রায়ের পর আইনবিদদের পরামর্শে ইটিভি সম্প্রচার অব্যাহত রাখে। প্রধানমন্ত্রী ডেকে পাঠান তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলামকে। তলব করা হয় অ্যাটর্নি জেনারেল এএফ হাসান আরিফকে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় টেরেস্ট্রিয়াল ফ্রিকোয়েন্সি বন্ধ করে দেয়ার জন্য। পরে ইটিভির অফিসে পাঠানো হয় পুলিশ। খুলে নেয়া হয় সম্প্রচার যন্ত্র।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর সরকারের ইটিভি বন্ধের তড়িঘড়ি কার্যক্রম দেখে মানুষ ব্যথিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে ইটিভিকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে। সন্দেহ জনমনে আরো দানা বেঁধেছে। ইটিভির প্রশ্নে জোট সরকার আদালতের ওপর সব সময় ছেড়ে দিয়েছে। তারা মুক্ত তথ্য প্রবাহের স্বার্থে ইটিভিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়নি। ক্ষমতায় যাবার আগে তারা মুক্ত তথ্য প্রবাহের কথা বলেছে। ক্ষমতায় গিয়ে ভয় পেয়েছে অবাধ তথ্য প্রবাহকে। কারণ মুক্ত সাংবাদিকতার কারণে তাদের গম কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে গেছে। ফাঁস হয়েছে কর্নেল আকবরের ফেরি কেলেঙ্কারি। মন্ত্রী, এমপি দলের সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসের কাহিনী বেরিয়ে পড়ছে। এ দেশের গ্রামের নিরক্ষর জনগণ ইটিভির মাধ্যমে জেনেছে জোট সরকারের কার্যক্রম। পড়তে না পারা এ জনগণ ইটিভির খবর শুনুক, জোট সরকার তা চায়নি। কারণ গ্রাম ও শহরের নিরক্ষর জনগণই তাদের ভোটব্যাংক। এ কারণে জোট সরকার চেয়েছে ইটিভি বন্ধ হোক।

ইটিভি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুধু অবাধ তথ্য প্রবাহই বাধাগ্রস্ত হয়নি। দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো দেশের সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার ধারা। রাজনৈতিক মোড়কে তৈরি বিটিভি'র প্রোগ্রাম দেখলে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়। ইটিভি বন্ধের কারণে দেশের মানুষ আবারও ঝুঁকে পড়বে বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলের ওপর। দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে গড়ে ওঠা প্রায় ৮০টি প্রোডাকশন হাউজ। ইটিভি বন্ধে বেকার হয়ে পড়েছে সাংবাদিক, কলাকুশলী। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত দশ হাজার মানুষ। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশে একটিও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেনি। বন্ধ করেছে সব ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া। ইটিভি বন্ধ হওয়ায় বেকার জনগণের সঙ্গে যুক্ত হলো আরো নতুন মুখ।

সর্বোচ্চ আদালতের রায় প্রশ্নাতীত। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় বিচারকেরা যখন বার বার বিব্রত বোধ করে, জনগণ মেনে নেয়। হাইকোর্টের গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার রায় জনগণ মেনে নিলেও, মনে নেয়নি। সুপ্রিম কোর্টের ইটিভির রায়ও জনগণকে মেনে নিতে হয়েছে। তবে আদালতের কাছে ইটিভির আইনজীবীরা আকুতি করেছিল এ দেশের দরিদ্র জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে, মুক্ত তথ্য প্রবাহের স্বার্থে মানবিক রায় পেতে। তারা আবেদন করেছিল সুন্দরকে বাঁচিয়ে রাখতে।

ইটিভি এ দেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। স্বপ্ন দেখিয়েছে একঝাঁক তরুণকে। এ স্বপ্ন কি আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে? জনগণ আশা করে জনগণের মনে ইটিভি যে স্বপ্ন দেখিয়েছে, সেই স্বপ্নদ্রষ্টা শেষ হয়ে যেতে পারে না।

বিরোধী দলীয় নেত্রীর উপর হামলা গণতন্ত্রের জন্য কখনোই শুভ নয়। বিষয়টি বিএনপি'র বোঝা উচিত ছিল। কেননা তারাও এই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। ক্ষমতায় এসে সবই ভুলে গেলে তা নিজেদের জন্যই বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে। আওয়ামী লীগকেও বুঝতে হবে হরতালই এর একমাত্র সমাধান নয়। জনগণ এমন রাজনীতি চায় না।

চট্টগ্রাম

বিএনপিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়েছে

লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে **সুমী খান**

বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলন শেষ হয়েছে। ২৮ আগস্ট সকাল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শেরেবাংলা নগরের প্রধানমন্ত্রী ভবনে (পুরনো গণভবন) অভিযোগ উঠেছে, এই কর্মঅধিবেশনে দলের মাঠপর্যায়ের ত্যাগী নেতাকর্মীরা অবহেলিত হয়েছেন। প্রাধান্য পেয়েছেন অন্য দল থেকে আসা নেতারা। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ চট্টগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের বিএনপি নেতাকর্মী। তাদের মতে, বিএনপি'র কট্টরপন্থি ও উদারপন্থি দু'গ্রুপের দ্বন্দ্বে বারবার কট্টরপন্থিরাই জয়ী হয়ে যাচ্ছে।

বিএনপি চেয়ারপার্সন এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে ১ ঘন্টা ২০ মিনিট উদ্বোধনী অধিবেশনের পর রাত ৯টা পর্যন্ত চলে কর্মঅধিবেশন। এই অধিবেশনে বেগম খালেদা জিয়ার সামনে নেয়া হয়েছে উঠতি সুবিধাবাদী কিছু নেতাকর্মীকে। দলের নানা অভিযোগ ও সমস্যা শোনানোর নামে যারা 'তৈলমর্দন' করেছেন শুধু এমন মন্তব্য করছেন দলের কিছু নেতা কর্মী।

এ প্রতিনিধি সভায় চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির পাঁচজন নেতা বক্তৃতার সুযোগ পেয়েছেন। এদের চারজন জাতীয় পার্টি থেকে যোগ দেয়া নেতা। এরা চারজন নগর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক দস্তগীর চৌধুরী, ডবলমুরিং থানার আহ্বায়ক নিয়াজ মোহাম্মদ খান, বন্দর থানা বিএনপি সভাপতি মোহাম্মদ মিরা ভোলা, চান্দগাঁও থানার আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ। এছাড়া পাহাড়তলি থানা শাখার সভাপতি শামসুল ইসলাম দলের পুরনো নেতা। এই পাঁচজনের মধ্যে এরশাদ উল্লাহ ছাড়া বাকি চারজন বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সংসদীয় এলাকার অধিবাসীও বটে।

অথচ দিনব্যাপী রুদ্ধদ্বার এ বৈঠকে আসা বিভাগীয় প্রতিনিধিদের অনেকেই সভায় ঢুকবার অনুমতিও পাননি। এমনি একজন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান ক্ষুব্ধ স্বরে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা যারা জন্মলগ্ন থেকে দল করছি তারা সভাস্থলে ঢুকবার অনুমতিই পাইনি। অথচ অন্য দল থেকে বিএনপিতে এসেই প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় চেয়ারপার্সনের সামনে বক্তৃতা করছেন কেউ কেউ। যাদের বক্তৃতায় দল ও জনগণের সমস্যার কোনো কথা ছিল না। ছিল নেতাদের তেল মারার কাহিনী।'

এদিকে বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান

ভুঁইয়া অধিবেশনে সন্ত্রাসী ও বিতর্কিতরা যেন দলে ঢুকতে না পারে এব্যাপারে প্রতিনিধিদের সতর্ক থাকতে আহ্বান জানালেন।

মহানগর বিএনপি সম্পাদক দস্তগীর চৌধুরীর তোষামোদের বক্তব্যের একটি অংশ ছিল 'এশিয়া মহাদেশে রেকর্ড করেছি আমরা সর্ববৃহৎ পদযাত্রা করে'। অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যেও হাস্যরোল ওঠে- ইনি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সম্পাদক, কী বক্তব্য দেন! জানালেন, উপস্থিত জনৈক প্রতিনিধি।

উল্লেখ্য, আব্দুল্লাহ আল নোমানের সমর্থক কোনো নেতাকর্মী প্রতিনিধি সভায় যাবার অনুমতিই পাননি। তেমনি অনুমতি পাননি মীর নাছির বা আমীর খসরুর ধামাধারী ছাড়া তেমন একজনও। তাদের অনেকেই নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'জন্মলগ্ন থেকে বিএনপির সঙ্গে যুক্ত হলেও বিভাগীয় সম্মেলনে যোগ দিতে না পেরে দুঃখ পেয়েছি। তবু সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি। এটা আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা নিঃসন্দেহে।'

বিএনপি-জামায়াত চারদলীয় জোটের ক্ষমতাসীন সরকারের ৬০ মন্ত্রীর ৮ মন্ত্রীই চট্টগ্রামের। এদের মধ্যেকার পারস্পরিক দ্বন্দ্বে স্বার্থোদ্ধার করছে জামায়াত সর্বক্ষেত্রে- এমন মন্তব্য বিএনপির উদারপন্থি কিছু নেতাকর্মীর। তাদের মন্তব্যে প্রাধান্য পায়, চট্টগ্রামের সকল প্রকার উন্নয়ন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এই ৮ মন্ত্রীর গদি রক্ষামূলক কর্মকান্ডের ব্যস্ততার ফাঁকে চট্টগ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে উদাসীনতার কারণে।

অথচ বিভাগীয় সম্মেলনে মাঠপর্যায়ের সমস্যাসমূহের প্রকৃত তথ্য চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে সরাসরি তুলে ধরার মাধ্যমে অন্তত কিছু সমাধানের একটা সুযোগ ছিল। তবে অধিবেশনে কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রীকে দল ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে গুরুত্বহীন অনুষ্ঠানে ব্যস্ত রাখার অভিযোগ করেছেন বলে সূত্রে প্রকাশ।

গত ১ সেপ্টেম্বর রবিবার বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভা হয় জেলা পরিষদ চত্বরে। এখানেও মীর নাছির-দস্তগীর সমর্থকদের প্রাধান্য ছিল। দোস্ত বিল্ডিংয়ে সমাবেশ করে খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান সমর্থকেরা। বিকেল সাড়ে ৫টায় বিএনপির দলীয় কার্যালয় নাসিমন ভবনের সামনে সাদা মাইক্রোতে করে অস্ত্রধারী কয়েকজন যুবক এসে হামলা করতে চাইলে পাল্টা ধাওয়া খেয়ে ফিরে যায় বলে সূত্রে প্রকাশ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা বলেন, মীর নাছির সাম্প্রতিক সময়ে ইকবাল বাহার ইকবাইল্যা, এতিম আলমসহ কয়েকজন তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীকে জামিনে ছাড়িয়ে নেন দল ভারী করতে। ফলে এদের বাহিনীই ক্ষমতা দেখাতে এসব সশস্ত্র হামলা-পাল্টা হামলা করছে। ওদিকে কোণঠাসা হয়ে আছে নোমান সমর্থক নেতাকর্মী এবং উদারপন্থি নেতাকর্মীরা। দস্তগীর চৌধুরী, মীর নাছিরের নিয়মিত উপস্থিতি বিএনপির সভা-সমাবেশে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে দিচ্ছে তাদের ক্যাডার বাহিনীর 'অগ্রযাত্রা', এমন অভিযোগ ক্ষুব্ধ দলীয় নেতাকর্মীর। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ নগরবাসীর দিকে তাকানোর ফুরসত নেই কোনো মন্ত্রী, নেতার। অন্যদিকে অভিযোগ রয়েছে, ক্ষমতাসীন বিএনপির প্রতিটি গ্রুপই দখল-বেদখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিতে ব্যস্ত থাকায় রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ কারোরই নেই।

দে • য়া • ল • লি • পি

সেই করে তোলপাড়

কথায় আছে 'যার উপরে ছাড়ি ভার, সেই করে তোলপাড়'। এমন দুঃখময় চিন্তা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আছে কিনা তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে খালেদা জিয়ার বগুড়ার ছেড়ে দেয়া আসন থেকে পর পর তিনবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন হেলালুজ্জামান লালু। গম কেলেঙ্কারিতে তাকে নিয়ে কম তোলপাড় হয়নি। অন্যদিকে বিমানের জেট ফুয়েল নিয়েও কেলেঙ্কারির খবর এসেছে পত্রিকায়। কুয়েতি মালিকানাধীন এনার্জি ইন্টারন্যাশনাল ফর পেট্রোলিয়াম প্রজেক্ট কোম্পানি উচ্চ মাত্রার বিদ্যুৎ পরিবাহিতা সংবলিত ১৫ কোটি টাকার জেট ফুয়েল সরবরাহ করলে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তা ফিরিয়ে না দিয়ে বরং কেরোসিন হিসেবে গ্রহণ করে। এর জন্য এই প্রতিষ্ঠানের কোনো শাস্তি তো দূরের কথা, উল্টো বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেনের মৌখিক নির্দেশে একই প্রতিষ্ঠানকে ২৩ কোটি টাকার নতুন জ্বালানি তেল সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এই কুয়েতি প্রতিষ্ঠানটির এ দেশীয় এজেন্ট কোম্পানি হচ্ছে 'এএইচ ট্রেডিং'। এএইচ ট্রেডিং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আলী আসগার লবী। তিনি খালেদা জিয়ার খুলনার ছেড়ে দেয়া আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন।

বুলেট বনাম স্ক্রু

আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া একটি রিপোর্ট গত সপ্তাহে দুটে দৈনিক 'লিড নিউজ' হিসেবে ছাপে। রিপোর্টের বিষয়বস্তু ছিল 'বরিশাল থেকে ঢাকা আগমনরত জিএমজি এয়ারলাইন্সের বিমানে গুলি'। উল্লেখ্য, এ দিন এই বিমানে চড়ে ঢাকা আসছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী এবং হুইপ মজিবর রহমান। দৈনিক যুগান্তর সংবাদটিকে আশ্চর্য ট্রিটমেন্ট দেয় এবং দৈনিক সংগ্রামও প্রায় একই গুরুত্ব দেয়। তারা যাত্রীদের ভয়ভীতি ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় কৃষিমন্ত্রী নিজামীকে 'কোড' করে। যুগান্তর তো এটা একে-৪৭ এর গুলি হতে পারে কিংবা চরমপন্থীরা এ কাজ করতে পারে বলে ইঙ্গিতও দেয়।

এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে পরদিন প্রায় সবগুলো দৈনিকে ছাপা হয় যে, জিএমজির বিমানে গুলিবর্ষণের কোনো ঘটনাই ঘটেনি, তবে বিমান আকাশে ওড়ার পর একটি স্ক্রু ছিটকে এসে বিমানের গায়ে লাগলে খানিকটা শব্দ হয় এবং বিমানটি খুব সামান্যই আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ভাগ্যবান (!) স্ক্রুটির ছবিও ছাপা হয়। প্রায় সবগুলো দৈনিকে পরদিন এই 'বুলেট নয় স্ক্রু'র খবর ছাপা হলেও ঐ দু'টি পত্রিকা একরকম নীরবই থাকে।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে 'সরস' ভূমিকা রেখেছে জনকণ্ঠ। দুই দিন পরে জনকণ্ঠে লেখা হয়, ভাগ্যিস গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। ঘটলে সরকার এটাকে বিরোধী দলের নাশকতামূলক কাজ বলে বর্ণনা করে হয়তো আরো কিছু আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করে ফেলতো। আরো একটি মন্তব্য প্রতিবেদনে জনকণ্ঠে লেখা হয়, 'জামায়াত কি বিএনপিকে বিপদে ফেলতে চায়?'

ডেঙ্গু সেনা

ডেঙ্গুর প্রকোপ কমেনি। গেল সপ্তাহে ডেঙ্গুর খবর প্রায় প্রতিদিন প্রকাশিত হয়েছে। ডেঙ্গু থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে মোতায়েনকৃত সেনা ইউনিটের কার্যক্রমের ছবিও ছাপা হয়েছে পত্রিকাগুলোয়। ঢাকা শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের পর এবার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সেনা মোতায়েন হলো। তবে ডেঙ্গুর প্রকোপ কমেছে বলে মনে হয় না।

মশা সম্ভবত পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনী কাউকে ভয় পায় না। তারা সাবেক মেয়রকেও ধরাশায়ী করে ফেলেছিল। আর সেনাবাহিনীর মশাবিষয়ক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা কিন্তু মোটেই কম নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত সেনাবাহিনীর অনেক সদস্যই ম্যালেরিয়ায় ভুগে থাকেন।

আহসান কবির

আহ্ছানিয়া মিশন

ব্যতিক্রমী আয়োজন

রেহানা এখন পড়তে পারে। চিঠি লিখতে পারে। এমনকি কম্পিউটার চালাতে পারে। নরসিংদীর দাগরিয়া ইউনিয়নের চিনিসপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের অশিক্ষিত বধূ রেহানাকে আহছানিয়া মিশনের গণকেন্দ্র নতুন জীবন দিয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারে আহছানিয়া মিশনের গণকেন্দ্র এখন মডেলে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নশীল অনেক দেশ গণকেন্দ্রের শিক্ষা কার্যক্রমকে অনুকরণ করছে।

গণকেন্দ্রের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম '৯০ সালে আহছানিয়া মিশন শুরু করে। সীমান্তবর্তী ৬ জেলার ১৭টি থানায় রয়েছে তাদের কার্যক্রম। নরসিংদীতে আহছানিয়া মিশন '৯৬ সালে কার্যক্রম শুরু করে। নরসিংদীতে তাদের ১২০টি গণকেন্দ্র রয়েছে। এই গণকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে প্রায় বিশ হাজার বয়স্ক নরনারী শিক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে। এ গণকেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে নরসিংদী সদরে ৩২টি, মাধবদীতে ৬০টি ও রায়পুরায় ২৮টি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে মিশনের গণকেন্দ্র ব্যতিক্রমী ধারা প্রবর্তন করেছে। গণকেন্দ্রগুলো স্থানীয় সম্পদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়। একটি গণকেন্দ্রে থাকে ২৫ থেকে ১০০জন সদস্য। গণকেন্দ্র পরিচালনার জন্য রয়েছে ১১ সদস্যের কার্যকরী কমিটি। ৫ জনের একটি উপদেষ্টা কমিটি। উপদেষ্টারা স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তি। গণকেন্দ্রগুলো চলে সদস্যদের চাঁদায়। সদস্যরা তিনভাবে গণকেন্দ্রের কার্যনির্বাহী পরিষদকে আর্থিক সহযোগিতা করে থাকে। চাঁদা দিয়ে, মৌসুমী ফসল দিয়ে, কখনো বা তারা মুষ্টি চাল গ্রাম থেকে তোলে। গণকেন্দ্রগুলো নিজস্ব সম্পদে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। গণকেন্দ্রে নয় মাস শিক্ষা দেয়া হয়। তিন মাস মৌলিক শিক্ষা। পরের তিন মাস সামাজিক সচেতনতা। শেষ তিন মাস উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। তাদের শেখানো হয় দর্জির কাজ, হাঁসমুরগি পালন, মৎস্য চাষ, মোমবাতি, চানাচুর বানানো।

২৯ আগস্ট দুপুর দুইটা। নরসিংদীর বাইপাস সড়ক থেকে একটি সরু রাস্তা চলে গেছে দাগরিয়া ইউনিয়নে। এ আধা পাকা রাস্তা দিয়ে এক কিলোমিটার দূরে চিনিসপুর গ্রাম। এ গ্রামের জব্বার মিয়ার বাড়িতে অসীম গণকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। গণকেন্দ্রটিতে রয়েছে কম্পিউটার, নানা ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী। রয়েছে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা। গণকেন্দ্রে শিক্ষা দেয় এ গ্রামের মেয়ে স্মৃতি ফৌরদোসী। তিনি বলেন, 'গণকেন্দ্রের কারণে গ্রামের দরিদ্র লোকেরা পেয়েছে শিক্ষার সুযোগ। গ্রামের মেয়েরা আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে।

রো • জ • না • ম • চা

স্বপ্ন মৃত্যু ভালোবাসা

একুশে টেলিভিশনের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল গত সপ্তাহের সবচাইতে আলোচিত সংবাদ। দুই মাস আগে একুশে টেলিভিশন নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এ একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ছিল 'একটি স্বপ্নের মৃত্যু'। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে একুশে টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যাবার দিন সন্ধ্যায় সায়মান ড্রিং যে সংবাদ সম্মেলন করেন, সেখানেও তিনি উল্লেখ করেছেন একটি স্বপ্নের মৃত্যু! বোধ করি সায়মান ড্রিং সাপ্তাহিক ২০০০-এর একনিষ্ঠ পাঠক। প্রথমেই একটি কথা বলে নেয়া দরকার। স্মার্টনেস, আধুনিকতা, খাবার পরিবেশনে নতুনত্ব (যদিও শেষ দিকে এসে বিটিভির সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে ইটিভি) অনুষ্ঠান নির্মাণে স্বকীয়তা, অগণিত মানুষের ভালোবাসা পাওয়া সব ভালো গুণ থাকা সত্ত্বেও এ কথা সত্যি যে, টেরোস্টেরিয়াল সুবিধা নেয়া ও লাইসেন্স করায় সীমাহীন দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল ইটিভি কর্তৃপক্ষ। অহঙ্কারের সর্বশেষ চূড়ায় বসে দীর্ঘদিন সময় পেয়েও তাদের কখনও মনে হয়নি যে, ভবিষ্যতে এ নিয়ে তাদের ঘোরতর অসুবিধা হতে পারে। বন্ধ করার ঘোষণাতেও বলা হয়েছে যে, আইনি লড়াইয়ে জিতে একুশে আবারও ফিরে আসবে! এই ফিরে আসাটা কবে? যতোগুলো মানুষ কর্মরত ছিল, তাদের ব্যাপারে একুশের চিন্তাভাবনা কি? যারা বিজ্ঞাপন প্রচারের টাকা ও অনুষ্ঠান নির্মাণ করে দিয়েছিল ইটিভিকে, তাদের কি হবে! নির্মিত এবং নির্মীয়মাণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত মানুষদের সম্পর্কে ইটিভির মতামত অবশ্যই জানতে চাইবে মানুষ। কোর্টের কাছে সময় প্রার্থনার মতো এসব ব্যাপারে সময়ক্ষেপণ সম্ভবত সবচাইতে বড় কষ্ট হয়ে দেখা দেবে।

তেল ও গ্যাস

তেল ও গ্যাসবিষয়ক কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে, সেই রিপোর্ট অনুসারে এখনই রপ্তানি করার মতো গ্যাস দেশে নেই। রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরও মানুষের মনের ভেতরে লুকানো কোটি টাকা দামের প্রশ্নের কোনো উত্তর জানা যায়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার কি গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে? নির্বাচনে হারার বেশ কিছুদিন পর বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু বলেছিলেন, তেল-গ্যাস দিতে চাইনি বলে ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'জনের মহান বাণীও উল্লেখ করা যায়। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেছিলেন, গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্তকে বিপজ্জনক ভাবা ঠিক হবে না। রপ্তানির জন্য কিংবা আমাদের ব্যবহারের জন্য তেল-গ্যাস মাটির নিচে ফেলে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ না। আর বিবিয়ানামুখী লংমার্চে (গ্যাস রপ্তানির প্রতিবাদে এই মার্চের আয়োজন করা হয়) নামী-দামী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের পর জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন বলেছিলেন, অনেক শিক্ষিত লোক লংমার্চ করেছেন। এটা দুঃখজনক। তারা তেল-গ্যাসের ব্যাপারে কিছুই জানেন না। অর্থনীতির ব্যাপারেও অজ্ঞ! সে যাই হোক, আসুন আমরা প্রধানমন্ত্রী কিংবা জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে কিছু বলা থেকে বিরত থাকি।

শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলা

সাতক্ষীরার কলারোয়ায় বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলা চালানো হয়েছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিব উল্টো অভিযোগ করেছেন যে, বিরোধীদলীয় নেত্রীর গাড়িবহর থেকেই প্রথমে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল? সেই সঙ্গে এটাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, একই স্থানে খালেদা জিয়ার গাড়িবহরেও হামলা করা হয়েছিল। আয়োজন করে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হলো? আর এর প্রতিবাদে রাজধানীতে পোড়ানো হলো বাস, পুড়ে মারা গেল এক মাছ ব্যবসায়ী। আর বাগেরহাটে চিংড়ির ঘের দখলের ইচ্ছায় স্থানীয় বিএনপি নেতারা ছবি রানীকে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন করে চুল কেটে দেয়। বিবস্ত্র করে ছবি তোলে। হায়! এসব কি শুরু হয়ে গেলো দেশে?

এক সপ্তাহে যতোগুলো নেগেটিভ খবর! মনে হয় জোট সরকারের এক বছর পূর্তির দিন পত্রিকাগুলোর আয়তন দ্বিগুণ হবে।

আহসান কবির

আহছানিয়া মিশন প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে দিয়েছে কম্পিউটার

অনেকেই এখন কম্পিউটার চালাতে পারে।

গণকেন্দ্রের ভেতরে ঢুকে দেখা গেল, এক রুমে কম্পিউটারে মিনা'র কার্টুন চলছে। কার্টুন দেখছে শিশু-বৃদ্ধরা। অপর রুমে বয়স্ক মহিলা ও পুরুষেরা মেঝেতে পড়ালেখা করছে।

গণকেন্দ্রের সভাপতি মোমেন মিয়া বলেন, 'এ গণকেন্দ্রটি গ্রামে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামের মানুষ জেগে উঠছে।' গণকেন্দ্র প্রসঙ্গে আঞ্চলিক সমন্বয়কারী দীপক কুমার রায় বলেন, 'গণকেন্দ্রগুলো শুধু মৌলিক শিক্ষাই দেয় না। সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে। দীর্ঘদিন অর্জিত শিক্ষাকে চর্চার মাধ্যমে রাখার ব্যবস্থা করে।

গণকেন্দ্রের শিক্ষা প্রসঙ্গে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কাজী রফিকুল আলম বলেন, 'আহছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন ধরে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। গণকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রম আমরা মৌলিক শিক্ষাকে চর্চার মাধ্যমে রাখার চেষ্টা করছি। গণকেন্দ্রের সদস্যদের কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে। যাতে তারা মৌলিক শিক্ষা থেকে প্রকৃতভাবেই উপকৃত হতে পারে।'

মূলত আহছানিয়া মিশনের গণকেন্দ্রগুলো দাগরিয়ার চিনিসপুরের মতো অশিক্ষা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামগুলোতে প্রদীপ শিখার মতো আলোর বিকিরণ করে চলছে।

নরসিংদী থেকে ফিরে জয়ন্ত আচার্য

Safeway
Pest Control
Tel: 988 2423, 011-860832
E-mai: Safeway@bdmail.net